আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি রাজারহাটের বিশ্ববঙ্গ গেট

স্টাফ রিপোর্টার: যেকোনও বিপদ সংকেত দ্রুত জানতে আধুনিক প্রযুক্তিকে ব্যবহার বিশ্ববাংলা গেটে। মাঝেরহাট থেকে শুরু করে একের পর এক বিপর্যয়। শেষপর্যন্ত অত্যাধুনিক 'সেন্সর' পদ্ধতির ব্যবহার করেই খুলে যাচ্ছে বিশ্ববাংলা গেট। নবান্ন সূত্রে খবর, শিশু দিবসের দিন রাজারহাটে এই বিশ্ববাংলা গেট উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে উদ্বোধনের আগে বেশ কয়েকধাপ পরীক্ষায় পাশ করার পরই ১৪ নভেম্বর অর্থাৎ শিশু দিবসের দিনই খুলে যাচ্ছে এই প্রবেশদ্বার। হিডকো সূত্রে খবর, পুজোর আগেই খোদ পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম নিজে আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে নিয়ে এই গেট পরীক্ষা করেন। পরে হিডকোর আধিকারিকেরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে রিপোর্টও জমা দেন। রিপোর্টে জানানো হয় । রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য, 'আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে এই বিশ্ববাংলা গেটের সুরক্ষার দিকে আমরা নজর রাখছি। যাতে সমস্ত ধরনের বিপর্যয়ের আগাম খবর আমাদের কাছে আসে।'

১৪ নভেম্বর উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী।

টারবাইন টেস্টের পরীক্ষায় এই গেটের শক্তি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গিয়েছে। এরপরই প্রতিটি পিলারে সেন্সর বসানো হয়। যাতে যেকোনও কম্পন মাত্রার তথ্য দ্রুত জানতে পারবে হিডকো। ঝড়ের সময়ও আগাম সতর্কতা দেবে এই পদ্ধতি। জানা যাবে এই গেটের আগাম স্বাস্থ্যের খবরও। এমনকী গেটের কোথাও সামান্যতম কোনও সমস্যা হলেই এই 'সেন্সর যন্ত্র' ই হিডকোর আধিকারিকদের জানিয়ে দেবে। ফলে কোনও বিপর্যয় আটকাতে আগাম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। পাশাপাশি গেটের ৪টি পিলারে বসানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা। ফলে গোটা গেটটি থাকবে ক্যামেরার নজরবন্দি। তবে শুধুমাত্র হিডকো নয়, রাইটসকে দিয়েও আলাদাভাবে বিশ্ববাংলা গেট পরীক্ষা করানো হয়। তারাও এই গেট নিয়ে কোনও ঝুঁকি নেই বলে রাজ্যকে রিপোর্ট দেয়। যা পরে রাজ্যকে পেশ করে হিডকো। ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য, 'সবদিক খতিয়ে দেখেই নবান্ন থেকে সবুজ সংকেত মিলেছে। তারপরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই গেট উদ্বোধনের জন্য ১৯ নভেম্বর সময় দিয়েছেন।' মাটি থেকে ৫৫ মিটার উঁচু করে তৈরি করা ৪ টি পিলার দিয়ে তৈরি হয়েছে এই বিশ্ববাংলা গেট। যার ২৫ মিটার উঁচুতে তৈরি হয়েছে ২০০ বর্গফুটের গোলাকৃতি রেস্তোরাঁ ও ভ্রমণের জায়গা। তবে গেটে ঢোকার টিকিটের দাম কম রাখা হয়েছে বলে দাবি হিডকোর। সব মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরেই শহরের মুকুটে জুড়ছে নতুন এই পালক।

সিনেমার মহাযজ্ঞে নন্দনজুড়ে শুধুই সত্যজিৎ

সত্যজিৎ মেমোরিয়াল লেকচারে হাজির নন্দিতা দাশ

ঋতব্রত ভট্টাচার্য

দুপুরের মিঠে রোদ। সন্ধ্যায় আদুরে শীতের রোমান্স। জমে উঠেছে ২৪তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচিত্র উৎসব। উৎসবের প্রথমদিনেই যেন অষ্টমীর ভিড় নন্দনচত্বরে। ইরানি পরিচালক মাজিদ মাজিদির অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য অপেক্ষা ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তুমুল ব্যস্ততা সেলফি তোলার। এমনকী ফেস্টিভ্যালের প্রোগ্রাম পুস্তিকা নিয়েও সিনেপ্রেমীদের ব্যস্ততা চোখে পড়ার মতো। সিনে-বোদ্ধা থেকে সিনে-পাগল, সবাই হাজির চলচিত্রের উৎসবে।

দুর্গাপুজোর পরও যেন বাঙালির সেই উৎসবের আমেজ ফিরিয়ে এনেছে ২৪তম আন্তর্জাতিক চলচিত্র উৎসব। আর্থিক ক্ষতি জেনেও, ইন্ডাস্ট্রির ব্যস্ততম নায়কও বাতিল করে দিয়েছেন শুটিং। সবটাই তো এই ফেস্টিভ্যালের সৌজন্যে। তবে গোটা নন্দন চত্বর জুড়েই ভারতীয় চলচিত্রের অন্যতম বিশ্বস্থ মুখ 'সত্যজিৎ রায়'। আর তাঁকে নিয়েই প্রথমদিনের গোধূলিতে 'সত্যজিৎ রায় মেমোরিয়াল লেকচার'। বক্তা নন্দিতা দাশ। কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের দু'বারের জুরি। ছবির সংখ্যাও প্রায় ৪০ ছাড়িয়েছে। ভারতীয় চলচিত্রে নন্দিতা নিজেই তো ব্যতিক্রমী। আর তাঁর মুখেই ভারতীয় চলচিত্রের 'মাইলস্টোন'কে নিয়ে আলোচনা। সত্যজিৎ রায় বিশ্বাস করতেন ভাল ছবির জন্য দরকার ভাল দর্শক। আর তার জন্য চাই সচেতনতা। তাই সত্যজিৎ রায়কে

সক্রিয়ভাবে আমরা দেখেছি ফিল্ম সোসাইটির আন্দোলন থেকে শুরু করতে ভাল সিনেমার দর্শক তৈরির জন্য কলম ধরতে। একজন পরিচালকের কাছে তাঁর ফিল্ম আদপে সন্তানের মতো। বা আরও ভাল করে বলতে গেলে তাঁর ছবির ভুবনে তিনি ঈশ্বর। নিজের মতো গড়েন, আবার ভাঙেন। তবে এর বিপরীত স্রোতও আছে। বাজার অর্থনীতি চায় এমন পণ্য, যা বিক্রি হবে, সেই পণ্য থেকেই মুনাফা হবে। আর এখান থেকেই শুরু সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে চলতি প্রথার সংঘর্ষ। আর ঠিক এরকমই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল 'পথের পাঁচালী'।

শেষ পর্যন্ত এই কালজয়ী সৃষ্টিকে 'রিলিজ' করতে পথে নামতে হয় ফিল্ম সোসাইটি আর সিনে ক্লাবকে। কিন্তু ভাগ্যের কী পরিহাস। যে ছবির প্রদর্শনীর জন্য সিনেপ্রেমীরা রাস্তায় নামেন, ১৯৫৬ সালে সেই 'পথের পাঁচালী' কান থেকে জিতে আনে সর্বশ্রেষ্ঠ 'মানবিক দলিল'-এর সম্মান। আর জীবনের শেষবেলায় 'লাইফটাইম অস্কার'। আর বাজার অর্থনীতিতে সহজ-সুলভ প্রযুক্তিতে বিপনন এখন আরও দুর্গম। আসলে 'জন অরণ্যে' বিপনন না হলে সৎ ছবি করিয়েদের হতে হয় 'আগন্তুক'। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শুনল 'মাক্টো'-র নেপথ্যকথন। নন্দিতা বাংলা জানেন। ভালবাসেন সত্যজিৎ, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, তরুণ মজুমদার, তপন সিনহার বাংলাকে। তবু ইংরাজিতেই বললেন। যাতে ভাষা কোনও বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। আন্তর্জাতিক চলচিত্র উৎসবে দেশ-বিদেশের সব পরিচালক-প্রযোজকদের সমস্যা তো এটাই। তবে সত্যজিৎ স্মারক বক্তৃতায় নন্দিতার স্বকীয়তায় আরও একবার প্রতিধ্বনিত হল মহান চলচিত্রকারের চলচিত্র চর্চার গূঢ়-গহন কথা।

কলকাতায় অ্যালবাম প্রকাশ

স্টাফ রিপোর্টার: আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ নিবেদিত 'প্রাণের ঠাকুর নিগমানন্দ' অ্যালবামটি প্রকাশ পেল মীরা অডিও থেকে। অ্যালবামটির প্রযোজক ঠাকুরের চরণাশ্রিত অজিত চক্রবর্তী। এই অ্যালবামটিতে গান গেয়েছেন বাংলার নামি শিল্পীরা তাঁরা হলেন হলে রাঘব চ্যাটার্জি, শিবাজী চট্টোপাধ্যায় শম্পা কুণ্ডু, মনোময় ভট্টাচার্য, জেনিভা রায়, অজিত চক্রবর্তী, কৌশিক দাস এছাড়াও অ্যালবামটিতে ভাষ্যপাঠ করেছেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, গানগুলি লিখেছেন গীতিকার নিবেদিতা। সুর দিয়েছেন কৌশিক দাস।

রাজ্যে 'সুফল বাংলা'র স্টল সংখ্যা ১০০ ছাড়াল

স্টাফ রিপোর্টার: সেপ্তরি করল 'সুফল বাংলা'। ২০১৫ সালে ১৪টি ভ্রাম্যমাণ গাড়ি দিয়ে এই প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল কলকাতায়। তারপর একে একে গোটা রাজ্যে এ পর্যন্ত ১০৪টি কাঁচা আনাজের স্টল খুলেছে কৃষিজ বিপণন দফতর। তাদেরই ব্রান্ড 'সুফল বাংলা'। আনাজের দাম সাধারণ মানুষের নাগালে রাখতে এবং একই সঙ্গে ফড়েরাজে রাশ টানতে 'সুফল বাংলা'র স্টল খোলার পরিকল্পনা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এমারজেন্সিতে ভাঙচুর

স্টাফ রিপোর্টার: রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শহরের একটি নামী বেসরকারি হাসপাতালে ভাঙচুরের অভিযোগ। ভাঙচুরের পাশাপাশি ও চিকিৎসক চিকিৎসাকর্মীদের 'হুমকি' দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার ৩। সোমবার সকাল ১১টা। আচমকাই মুকুন্দপুরের পিয়ারলেস হাসপাতালে 'হামলা' চালান কয়েকজন। ভাঙচুর চালানো হয় এমারজেন্সিতে। সেই সময় এমারজেন্সিতে ২০ জন রোগী ছিলেন। এই হাসপাতালের আধিকারিক সুদীপ্ত মিত্রের বক্তব্য, 'আচমকাই সকাল ১১টা নাগাদ এমারজেন্সিতে হামলা চালায় প্রায় ২০-২৫ জন। এমনকী বাকি রোগীদেরও চিকিৎসা বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করে। আতঙ্ক তৈরির চেষ্টা করে ওই বহিরাগতরা।' বুকে ব্যথা নিয়ে রবিবার এই হাসপাতালের এমারজেন্সি বিভাগে ভর্তি হন সোনারপুরের বাসিন্দা রাধারানি মাইতি(৮৩)। সোমবার সকালে মারা যান তিনি। এরপরই হাসপাতালের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে চড়াও হন মৃতার পরিবারের লোকজন। ওই হাসপাতালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের প্রধান ইন্দ্রনীল দাসের

বক্তব্য, 'রীতিমতো তাণ্ডব চালানো হয়। এমারজেন্সিতে বাকি রোগীদের সামনেই ভাঙচুর শুরু হয়। চিকিৎসক, নার্স, আয়ারা যেখানে বসেন, সেখানকার সমস্ত কম্পিউটার,চেয়ার, টেবিল এমনকী অন্য রোগীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত ফাইল পর্যন্ত লন্ডভন্ড করা হয়েছে। চিকিৎসকদের হুমকি দেওয়া হয়েছে।' এমনকী এমারজেন্সিতে থাকা সিসিটিভিও ভেঙে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনার পরই ঘটনাস্থলে আসে পঞ্চসায়র থানার পুলিশ। তবে এই ধরনের কোনও ঘটনা আদৌ ঘটেনি বলে দাবি মৃতার পরিবারের। রাধারানি মাইতির মেয়ে ইন্দিরা রায়চৌধুরির পাল্টা অভিযোগ, 'আমার মা যে মারা গিয়েছেন সেটাও পর্যন্ত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাদের জানায়নি। আমার স্বামী শুধু মাত্র মায়ের চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন, সেটা পর্যন্ত করতে দেওয়া হয়নি। এমনকী প্রথমে মা'কে পেসমেকার বসালে, পরে সেটাও খুলে নেয় আমাদের না জানিয়ে। তবে ভাঙচুরের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে।' হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পঞ্চসায়র থানার পুলিশ। পরে মৃতার জামাই সহ আরও দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

১০টি মেডিক্যালে তৈরি হবে মিনি ল্যাব, ফরেনসিকে বিপ্লব

স্টাফ রিপোর্টার: ফরেনসিক রিপোর্ট হাতে আসতে দীর্ঘ সূত্রিতা কমাতে এবার দশটি মেডিক্যাল কলেজে 'মিনি ফরেন্সিক ল্যাবরেটরি' তৈরির সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে।

হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগ বা মর্গে এই ল্যাবরেটরি তৈরি হবে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় দেহকোষের সেরোলজিক্যাল পরীক্ষা হবে এখানে। সাপের কামড় বা বিষের ছোবলে মৃত ব্যক্তির ভিসেরা পরীক্ষা তো বটেই, যৌন হেনস্তা বা ধর্ষণের ঘটনায় প্রয়োজনে নির্যাতিতার মেডিক্যাল টেস্টও হবে। বিষের ছোবলে অসুস্থ হয়ে পড়া ব্যক্তির পরীক্ষাও করবে এই ল্যাব। তা সে আত্মহত্যার চেষ্টা হোক বা খুনের চেষ্টা। জেনে দেবে বিষের প্রকৃতি, বিষেন পরিমাণও। এর ফলে তদন্তের পাশাপাশি চিকিৎসারও সুবিধা হবে। দাবি চিকিৎসকদের। এই মিনি ফরেনসিক সেন্টারের দায়িত্বে থাকবেন ফরেনসিক বিভাগের এক অধ্যাপক। সেন্টার পিছু দু'জন টেকনিক্যাল কর্মী নিয়োগ করা হবে। বসানো হবে একাধিক মেশিন। 'অটোমেটেড টিসুয় অ্যানালাইজার', 'ভর্টেক্স মিক্সার', বেঞ্চ টপ সেন্ট্রিফিউজ', 'পিএইচমিটার', ইউভি স্পেকট্রো ফটোমিটার ইত্যাদি। ল্যাবের চিহ্নিতকরণের কাজ শেষ হয়েছে। কোনও কোনও 'কেস' ল্যাবে আসবে তা পুলিশ ঠিক করবে। তবে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলবে ল্যাবের ডিরেক্টরের পদে আসীন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের নির্দেশিকা মেনে।

গরিবের সেবা করাই আমার মূল লক্ষ্য : পঙ্কজ কেডিয়া

স্টাফ রিপোর্টার: প্রত্যেকে সংসারে আসে যায়, কিন্তু যারা হতদরিদ্র ফুটপাতে বসবাস করে তাদের জন্য কারা ভাবে। তাদের জন্য ভাবতে খুব ভাল লাগে, তাদের সেবা করলে স্বর্গের সুখ অনুভূত হয়। সেই সব গরিব মানুষদের সেবা করাই আমার লক্ষ্য বলে জানান সমাজসেবী পঙ্কজ কেডিয়া।

কয়েকটি সমাজসেবী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গরিবের সেবায় আত্ম নিয়োজিত করেছেন পেশায় চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্ট পঙ্কজ কেডিয়া। আগামী ৭-৪ ডিসেম্বর চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্ট-এর পূর্বাঞ্চল শাখার নির্বাচন হতে চলেছে। সেখানে তিনি প্রার্থী। তিনি সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের নিয়ে লড়াই করতে প্রার্থী হয়েছেন। সমাজসেবী হওয়ার জন্য সময় দিতে হয় পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য। সিএ জগতে সবাইকে প্রতিষ্ঠিত করতে সব গরিব পরিবারের ছেলে-মেয়েদের সাহায্যের আশ্বাস দেন তিনি। তিনি দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে পেশায় যুক্ত। কলকাতার ২৬ নং ওয়ার্ডে অন্নপূর্ণা যোজনায় দীর্ঘ ৪ বছর ধরে মহিলাদের চাল, ডাল, বিতরর করেন। নবপ্রজন্মকে এই পেশায় সুরক্ষিত ও নানা সুযোগ সুবিদা সম্পর্কে অবগতি করা এবং আর্থিকভাবে স্বচ্ছ করাই আমার লক্ষ বলে জানান পঙ্কজ কেডিয়া। ইতিমধ্যে তিনি বাড়খণ্ড ও ওড়িষ্যায় নির্বাচনী প্রচার সেরে তিনি। কলকাতায় ফিরেছেন। তার মূল্য লক্ষ্য বেকার সমস্যা দুরিকরণ এবং গরিব ও দুঃস্থ মানুষের সেবা।

প্রথম বাংলা অরিজিনাল সিরিজ 'কালী' নিয়ে এল জি ৫

স্টাফ রিপোর্টার: পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় প্রযোজিত দ্রুত পট পরিবর্তনের থ্রিলার সিরিজ 'কালী' মুক্তি পেল। নাম ভূমিকায় রয়েছেন পাওলি দাম। অরণ্যদেবের সাফল্যের পর জি ৫ ওটিটি প্লাটফর্মে বাংলা অরিজিনাল ও প্রথম ওয়েব সিরিজ 'কালী' লঞ্চ করল শহরে। পরিচালক কৌরক মুর্মু, অভিনেত্রী পাওলি দাম, সঙ্গীত পরিচালক নবারুণ ঘোষ এই সিরিজের উন্মোচন করেন। আটটি এপিসোডের অত্যন্ত দ্রুত গতির এই সিরিজ আজ থেকে জি ৫ প্লাটফর্মে দেখা যাবে। পাওলি দাম বলেন, এটি আমার প্রথম ওয়েব সিরিজ, তাই লঞ্চ নিয়ে আমি খুব উত্তেজিত।

পরম ও রাহুলের সঙ্গে কাজ করে আমি খুব খুশি। জি-৫ প্লাটফর্মে বিরাট সংখ্যক মানুষ এই সিরিজ উপভোগ করবে। মণীশ আগরওয়াল বলেন, জি ৫ সব সময় আধুনিক ও চিন্তাকর্ষক কন্টটেন্ট উপহার দেওয়ার চেষ্টা করে। বিদেশি বাঙালিদের জন্য এই সিরিজ খুবই গ্রহণ যোগ্য।

আজ ছট্ পুজো, চারটি গঙ্গার ঘাটে অস্থায়ী 'চেঞ্জিং রুম' তৈরি করেছে পুরসভা

স্টাফ রিপোর্টার: আজ ছট্ পুজো। এই পুজো উপলক্ষ্যে এই প্রথম গঙ্গার চারটি ঘাটে অস্থায়ী 'চেঞ্জিং রুম' তৈরি করেছে কলকাতা পুরসভা। এই বিষয়ে মেয়র পারিষদ (উদ্যান) দেবাশিস কুমার জানান, 'শুধু চেঞ্জিং রুম নয়, বিভিন্ন ঘাটে অস্থায়ী টয়ালেটও থাকছে।'

তিনি আরও জানান,' আর প্রত্যেক বছরের মতোই রয়েছে পর্যাপ্ত আলো, ঘাটগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হচ্ছে'। ঘাটে স্নান করতে গিয়ে, যাতে জামা কাপড় ছাড়তে অসুবিধা না হয়, তাই এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে বলেও জানা গেছে। দইঘাট, তক্তাঘাট, বাজে কদমতলা ঘাট, গোয়ালিয়র ঘাট এই চারটি ঘাটে অস্থায়ী 'চেঞ্জিং রুম' করা হয়েছে বলেই জানান দেবাশিসবাবু। যেহেতু এই চারটি ঘাটে পুণার্থীদের সমাগম বেশি, তাই এই গুলিতে বিশেষ নজরদারি

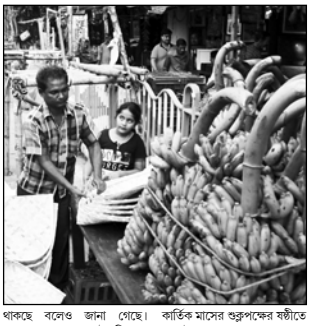

থাকছে বলেও জানা গেছে। তাছাড়া অন্যান্য ঘটিগুলিতেও থাকবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বলেই জানা গেছে পুরসূত্রে। প্রসঙ্গত, কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতে ও চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের তিথিতে বছরে দুবার হয়ে থাকে ছট্ পুজো। তবে কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের এই বিশেষ তিথিতে, ভাইফোঁটার ঠিক তিন দিন পর থেকে বেশিরভাগ মানুষ সূর্য দেবতার উদ্দেশ্যে পুজো করে থাকেন।

পরিবারের মঙ্গল কামনার জন্যই এই ছট্ পুজোর রীতি প্রচলিত। যে কোনও মনস্কামনা পূরণের পাশাপাশি সন্তান লাভের আশায়ও বিশেষ করে পরিবারের মহিলারা এই ব্রত করে থাকেন। এই পুজোতে খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে রীতী রেওয়াজ মেনে শক্তির উৎস সূর্যদেবের পুজো করা হয়। এই পুজোয় একটি বিশেষ খাবার খুব জনপ্রিয়ভাবে প্রচলিত। তা হল, ঠেকুয়া। তবে ঘাটে গিয়ে স্নান সেরেই বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান করে। তাই ঘাটেও বাড়তি নজর রয়েছে কলকাতা পুরসভার। দুর্গাপুজো থেকে শুরু করে এই ছট্ পুজো পর্যন্ত ঘাটগুলিতে কড়া নজরদারি চালায় পুরসভা।

সংশোধনাগারের আবাসিকদের এবার জৈব চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে

স্টাফ রিপোর্টার: মেদিনীপুরের কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের আবাসিকদের জৈব চাষের প্রশিক্ষণ দেবে রাজ্য সরকার। সংশোধন প্রশাসন দফতরের সহযোগিতায় রাজ্য কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন দফতর এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। কারিগরি শিক্ষামন্ত্রী সম্প্রতি এই ঘোষণা করেন। ছাড়া পাওয়ার পর সংশোধনাগারের আবাসিকদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে দিতে ও স্বাবলম্বী করে তুলতে এটি রাজ্য সরকারের প্রশংসনীয় উদ্যোগ। প্রসঙ্গত, কারিগরি শিক্ষা দফতর ইতিমধ্যেই তিনটি সংশোধনাগারের আবাসিকদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। দমদম সংশোধনাগারের ৩৮ জন আবাসিক 'ইলেক্ট্রিশিয়ান ও ওয়্যারম্যান' কোর্স করেছে।

আলিপুর মহিলা সংশোধনাগারের ৪০ জন আবাসিকদের গৃহস্থালির কাজকর্ম ও রান্নার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আলিপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের ৩৭ জন আবাসিককে প্লাম্বিং ও রাজমিস্ত্রির কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে আবাসিকদের প্রবীণ ও শিশুদের যত্ন নেওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনাও নিচ্ছে।